সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা

Digital Literacy Center

শাওন
এই যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ফেসবুকে কিছু মানুষ এত বাজে বাজে কথা বার্তা লিখে এটা নিয়ে কিছু করা যায় না?

হ্যাঁ মামা।

এ ধরনের আচরণ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি শুধু যে নিজের কুৎসিত আচরণ জনসম্মুখে প্রদর্শন করছে এমনটি নয়,

বরং তার এই আচরণের কারণে ভিন্ন মতাদর্শ, সংস্কৃতি এবং সমাজের মানুষের কাছে সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতিগত নৈতিকতা ও সৌহার্দ্যবোধ প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

ঠিক বলছিস।
আমার মনে হয় এ জন্য মানুষের দরকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে সম্মান প্রদর্শন করা।

অবশ্যই করা উচিত।

কারণ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদেরকে "নিজস্ব সত্তা" চিনতে সাহায্য করে। এবং অন্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে।

তারপর ভিন্ন মতাদর্শ, সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়।

এছাড়া এই সকল বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব প্রকাশের পাশাপাশি এগুলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হলে একটি দেশ জীবনযাপনের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

যেখানে সকল ধর্ম-বর্ণ-মতাদর্শের মানুষ নিজেদের বৈচিত্র্যময় ভাষা দক্ষতা, নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন জ্ঞান এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জাতির সুভবিষ্যত বিনির্মাণে অবদান রাখে।

হ্যাঁ মামা। এজন্য আমাদের সবাইকে সচেতন হওয়া জরুরী।

এবং নিজ নিজ জায়গা থেকে সবার বোধ জাগ্রত হলে, পুরো সমাজের বোধ জাগ্রত হবে।